



22722 - দোয়া ও কুরআন তলোওয়াত করার উদ্দেশ্যে সমবতে হওয়ার বখান

প্রশ্ন

আমাদরে ইউনভার্সটির নামায-ঘরে বঠেক করা ও দোয়া করার জন্য সমবতে হওয়া নিয়ে মতভেদে তরী হযছে; এক্ষেত্রে উপস্থিতি লোকদরে মাঝে কুরআন শরফিরে পারাগুলে ভাগ করে দোয়া হয় এবং প্রতিযেকে একই সময়ে এক পারা করে তলোওয়াত করে; এভাবে গোটো কুরআন শরফি খতম করা হয়। এরপর তারা নরিদষ্টি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দোয়া করে; যমেন পরীক্ষায় পাস করা। দোয়া করার এ পদ্ধতি কি শরিয়তে আছে? আমরা আশা করব কুরআন, হাদিস ও সালাফদরে ইজমার ভিত্তিতে আপনার পক্ষ থেকে জবাবটি আসবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ প্রশ্নে দুটো মাসয়ালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথম মাসয়ালা: কুরআন তলোওয়াতরে জন্য সমবতে হওয়া। সটো এভাবে যে, উপস্থিতি লোকরো প্রতিযেকে এক পারা করে কুরআন শরফি ভাগ করে নবি; যাতে করে একই সময়ে প্রতিযেকে তার পারা তলোওয়াত করে শেষ করতে পারে।

এ মাসয়ালার জবাব স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (২/৪৮০) যা এসছে সটোই:

এক: কুরআন তলোওয়াত ও অধ্যয়নের জন্য একত্রি হওয়া; সটো এভাবে যে, একজনে তলোওয়াত করবে বাকীরা শুনবে এবং তারা যা পড়ছে সটো পরস্পর অধ্যয়ন করবে, অর্থ বুঝবে- শরিয়ত অনুমোদতি ও নকীর কাজ; যা আল্লাহ পছন্দ করনে এবং এর জন্য অনকে প্রতিদিন দনে। ইমাম মুসলিম তাঁর সহি গ্রন্থে ও ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনা গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দকোন জনগোষ্ঠী আল্লাহর কোন এক ঘরে সমবতে হয়ে আল্লাহর কতিব তলোওয়াত করে ও নজিদে মধ্য অধ্যয়ন করে তখন তাদের উপর সাকনি (প্রশান্তি) নাযলি হয়। তাদেরকে আল্লাহর রহমত বেষ্টন করে রাখে। ফরেশে তারা তাদেরকে ঘরিরে রাখে। আল্লাহ তাদের কথা তাঁর নকিট যারা আছে তাদের কাছে আলোচনা করনে।”

কুরআন খতম করার পর দোয়া করাও শরিয়ত অনুমোদতি। তবে সবসময় ও নরিদষ্টি কোন শব্দমালায় দোয়া করা ঠকি নয়; যাতে মনে হতে পারে এটা একটা অনুসৃত সুন্নত। কেননা এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি।



বরং কোন কোন সাহাবী সটো করছেন। অনুরূপভাবে যারা পড়তে এসেছেন তাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দ্যো এতও কোন অসুবিধা নই; যদি এটাকে প্রথাগত অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করা না হয়।

দুই: সমাবেশে যারা হাযরি হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের মাঝে কুরআনের পারাগুলো পড়ার জন্য ভাগ করে দলি অনবির্যভাবে তারা প্রত্যেকেই কুরআন খতম করছেন এমনটি বিবেচি হবো না। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নছিক বরকত ন্যো। এতে কসুর রয়েছে। কারণ কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে- নকৈট্য হাছলি, মুখস্থ করা, চিন্তাভাবনা করা, কুরআনের বধিান অনুধাবন করা, এর থেকে শকিয়া গ্রহণ করা, সওয়াব হাছলি করা এবং জহিবাকে তলোওয়াত করায় অভ্যস্ত করে তলো...ইত্যাদি। আল্লাহই তাওফকিদাতা।[সমাপ্ত]

দ্বিতীয় মাসয়ালা: এই বশ্বিাস করা যে দ্যোয়া কবুলের ক্ষত্রে এই কাজ (প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে সমবতে হওয়া) এর প্রভাব রয়েছে: এর সপক্ষে কোন দললি আছে বলে জানা যায় না। তাই এটি শরয়িত অনুমোদতি নয়। দ্যোয়া কবুলের সুবাদতি অনেক কারণ রয়েছে; যমেনি দ্যোয়া কবুল না-হওয়ারও সুবাদতি কছি প্রতবিন্দকতা রয়েছে। দ্যোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে- দ্যোয়া কবুলের কারণগুলো অর্জন করা এবং প্রতবিন্দকতাগুলো থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর প্রতিভাল ধারণা পোষণ করা। কারণ আল্লাহ সন্ন্যেপ বান্দা তার প্রতি যন্ন্যেপ ধারণা পোষণ করে।

বশিষে দ্রষ্টব্যঃ যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়কে শরয়িতরে বধিান সাব্যস্ত করবে তার কাছে দললি তলব করা হবে। নচৎ ইবাদতরে ক্ষত্রে মূলনীতি হচ্ছে- যে কোন কছি নষিদিধ; যতক্ষণ না শরয়িত অনুমোদতি হওয়ার পক্ষে দললি পাওয়া যায় যমেনটি আলমেগণ সদিধান্ত দয়িছেন। এ কারণে এ বশ্বিাসটি যে শরয়িতসম্মত নয় এর দললি হচ্ছে- এটি জায়যে হওয়ার পক্ষে কোন দললি না থাকা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।